159

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 3 0 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ৭

ছাত্রলীগের কোন্দল ॥ দুই গ্রুপে গুলিবিনিময় ॥ আহত ২ গ্রেফতার ২২

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসাবে শনিবার গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুটি ক্যাডার গ্রুপের মধ্যে প্রায় ২৫ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়েছে। ছাত্রলীগের 'রতন-তমি-নান্নু চেয়ারম্যান গ্রুপের কর্মীরা প্রতিপক্ষ শামীম গ্রুপ নিয়ন্ত্রিত এফ রহমান হল দখলে নিয়ে গেছে। এ সময় শামীম গ্রুপের দু'জন কর্মী মারাত্মক আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শনিবার রাতেই মুহসীন ও এফ রহমান হল থেকে ২২ জনকে গ্রেফতার করেছে। ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। এই ঘটনার কারণে আরও বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। শনিবার গভীর রাতে 'রতন-তমি-নান্নু চেয়ারম্যান' নিয়ন্ত্রিত মুহসীন হল থেকে একদল ক্যাডার এফ রহমান হলে ঢুকে গেট বন্ধ করে দেয়। সশস্ত্র এই বাহিনী নির্ধারিত কয়েকটি রুমে গিয়ে প্রতিপক্ষ শামীম গ্রুপের কর্মীদের ব্যাপক মারধর করে। এ সময় নাসিম ও সোবহান নামে দু'জন মারাত্মক আহত হয়। নাসিম ও সোবহান শামীম গ্রুপের কর্মী বলে জানা গেছে। দু'জনের মধ্যে নাসিমের অবস্থা গুরুতর। লোহা দিয়ে পিটিয়ে তার পা ভেঙ্গে দোতলা থেকে ফেলে দেয়া হয়। সে এখন পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সোবহান ঢাকা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মুহসীন হলকেন্দ্রিক 'রতন-তমি-নান্নু চেয়ারম্যান' গ্রুপের ক্যাডাররা এফ রহমান হল থেকে শামীম গ্রুপের কর্মীদের মারধর করে বের করে দেয়। শামীম গ্রুপের কর্মীরা গভীর রাতে অনন্যোপায় হয়ে শামীম আহমেদ নিয়ন্ত্রিত জহুরুল হক হলে আশ্রয় নেয়। কিন্তু আশ্রয় প্রার্থীদের জহুরুল হক হলের দিকে যেতে দেখে তাদেরকে প্রতিপক্ষ গ্রুপের কর্মী ভেবে হল থেকে ৮/১০ রাউন্ড গুলি-ফাঁকা গুলি করে। কাউন্টারে এফ রহমান এবং মুহসীন হল থেকে ১০/১৫ রাউন্ড গুলি করে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশের একটি দল ঝটিকা অভিযান চালিয়ে এফ রহমান এবং মুহসীন হল থেকে ২২ জনকে গ্রেফতার করে। তবে পুলিশ পালের গোদাদের কাউকেও গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি।

আহত নাসিম বাদী হয়ে রমনা থানায় ঘটনার দিনই ১০ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেছে। গ্রেফতারকৃত ২২ জনের মধ্যে এই ১০ জন রয়েছে। পুলিশ ৫ সাধারণ ছাত্রকে ছেড়ে দিয়েছেন এবং বাকি ১৭ জনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

দিন তিনেক আগে নাসিমের একজন গেস্ট হলের গেস্ট রুমে বসে টেবিলে পা তুলে সিগারেট খাচ্ছিল। টেবিলে পা তোলার অপরাধে 'রতন-তমি-নান্নু চেয়ারম্যান' গ্রুপের কর্মী রাজা ঐ গেস্টকে মারধর করে। এই খবর শুনে নাসিম রাজাসহ কয়েকজনকে মারধর করে। এ কারণেই নাসিমের উপর 'রতন-তমি' গ্রুপ চড়াও হয় এবং সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।